দৈনিক ইনকিলাব ..CC 012

তারিখ 27 DEC 1986
পৃষ্ঠা ৮

উপজেলা পরিক্রমা

রাঙ্গুনিয়া

রাঙ্গুনীয়া, ২৬ ডিসেম্বর (সংবাদদাতা)।— বাংলাদেশের প্রবেশ দ্বার চট্টগ্রামের অন্তর্গত উত্তর-পূর্ব প্রান্তে ২০ মাইল দূরে রাঙ্গুনীয়া উপজেলা অবস্থিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনন্য অধিকারী ১৯৮৩ সালের ১ আগস্ট সরকার রাঙ্গুনীয়া থানাকে মান উন্নীত করে উপজেলা করে। এই প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের পরে নানা সমস্যা জর্জরিত এই উপজেলার ১১টি ইউনিয়নের ১১৩টি গ্রামে ২,৪৫,০৬৮ জন লোক বসবাস করে।

কৃষি

এই উপজেলায় শতকরা ৯০% লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। এখানে জমির পরিমাণ ৮৫ হাজার ৯২৮ একর, এর মধ্যে আবাদী জমি ৪৭ হাজার ৭৫০ একর, অনাবাদী জমি ১,৫১৫ একর, পতিত জমি ৫,৮৫০ একর, বনাঞ্চল ২২,৭৩৩·৩০ একর। বনাঞ্চলে সেগুন, জারুল, কড়ই, শীল, গামহারি, চাপালিশ মূল্যবান অন্যান্য গাছ জন্মে। বাংলাদেশের অন্যতম গুমাই বিল এই উপজেলায় অবস্থিত। কর্ণফুলী সেচ প্রকল্পের আওতাধীন ইছামতি সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে গুমাই ও পার্শ্ববর্তী বিলে পানি সেচের ফলে দু' থেকে তিন ফসল মওসুমে ধান চাষ হয়। আমন, আউশ, ইরি, বোরো ধান জন্মে। তরকারির মধ্যে বরবটি, ঝিঙ্গে, শসা, কাকরল, পেঁপে, কাঁচকলা, শাক-সব্জী ফল—কাঁঠাল, আনারস, পেয়ারা, লিচু, বেল প্রভৃতি চট্টগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিক্রি করা হয়।

খাল ও নদী

কর্ণফুলী নদী রাঙ্গুনীয়া উপজেলাকে দু'ভাগে পৃথক করে প্রবাহিত। এখানে প্রায় ২৩টি খাল, ৯টি ছড়া, ৯টি জল মহাল, ৪টি দীঘি, ২৩২৬টি ছোট-বড় পুকুর রয়েছে। প্রয়োজনীয় অর্থ ও অভিজ্ঞতার অভাবের জন্য অধিকাংশ পুকুরে মাছ চাষ হয় না। অবশ্য বিল-খালে কৈ, শিং মাগুর, পুঁটি, টাকি প্রভৃতি প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। উত্তরাঞ্চলে নির্মিত বেড়ী বাঁধটি ভেঙ্গে যাওয়ায় বর্ষাকালে পাহাড়ী ঢলে ইছামতি নদীর স্রোতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে।

যোগাযোগ

এ উপজেলার উত্তর তীরে কাপ্তাই সড়ক অবস্থিত। কাপ্তাই সড়কের সংযুক্ত চন্দ্রঘোনা, মরিয়মনগর, পোসরা, বেতাগি কাঁচা সড়কগুলোর অবস্থা শোচনীয়। কয়েকটি সড়কে ইট বিছানো হলেও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। উত্তরাঞ্চলের কাপ্তাই সড়কস্থ চৌমুহনী হতে রাঙ্গামাটি সড়কে সংযুক্ত। রাঙ্গুনীয়া, হোছনাবাদ, রাজানগর, পারুয়ার জনসাধারণের চলাচল সামান্য ইট বিছানো হলেও সংস্কারের অভাবে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। তাই অত্র এলাকার অধিবাসীদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

চিকিৎসা

সদর দপ্তর ইছাখালীতে অবস্থিত "উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স" ৩১ শয্যা বিশিষ্ট। ১০টি পরিবার পরিকল্পনা এবং পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। ওষুধপত্রের তীব্র সংকট ও চিকিৎসা সরঞ্জামের অভাব, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কোন এক্স-রে মেশিন ও এম্বুলেন্স নেই।

হাট-বাজার

রাঙ্গুনীয়া উপজেলায় ২৮টি হাট-বাজার রয়েছে। এর মধ্যে রোয়াজারহাট ও চন্দ্রঘোনা দোভাষী বাজার অন্যতম। হাটবাজারগুলো পানি নিষ্কাশনের নালা, রাস্তা, স্থায়ী শেড না থাকায় ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কে দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

শিক্ষা

রাঙ্গুনীয়ার শিক্ষার হার ২৫%। এখানে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯১টি, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৬টি, বালিকা বিদ্যালয় ৩টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২টি, কলেজ ৪টি ও ৭৯টি মাদ্রাসা রয়েছে। তাছাড়া ধর্মীয় শিক্ষার জন্য অনেক মক্তবও রয়েছে।

শিল্প

কর্ণফুলী জুট, বাওয়ানী, কর্ণফুলী ফোরাত কার্পেট ও গার্মেন্টসসহ ৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

বিদ্যুৎ

রাঙ্গুনীয়ার চন্দ্রঘোনা, মরিয়মনগর, রাঙ্গুনীয়ার সরফভাটা, পারুয়া, পোমরার এলাকায় বিদুৎ লাইন আছে। বৃহত্তর দক্ষিণ রাঙ্গুনীয়া ও উত্তর রাঙ্গুনীয়ায় বিদুৎ নেই। কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী উপজেলাই হল রাঙ্গুনীয়া অথচ এ উপজেলায় বিদ্যুৎ নেই।